দৈনিক

তারিখ ...2 3 JUN 2008 ...

অধ্যক্ষের প্রতিবাদ-

গতকাল ইত্তেফাকে 'ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি' শিরোনামে প্রকাশিত খবর প্রসঙ্গে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) রোকেয়া আক্তার বেগম স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, প্রকাশিত খবরটির সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই ইতিপূর্বে সংঘটিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ৫০ কোটি টাকার অনিয়মের তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কয়েকটি অপ্রিয় ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত যেমন- প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) জন দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর মধ্যে ১ জনের চাকরিচ্যুতি ও, (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভিকারুন নিসা নূন

(১৬শ পৃঃ পর)

অপরজনের সাময়িক বরখাস্তকরণ, গভর্নিং বডির কয়েকজন সদস্যের সদস্যপদ বাতিলকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি কুরুচিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন বেনামি চিঠি প্রেরণের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্তের সিংহভাগ অভিযোগই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ভর্তি গ্রহণ ও প্রথম তালিকা প্রণয়নের পরে তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে জড়িয়ে যে খবর ছাপানো হয়েছে তার সাথে তিনি একমত নন। দুইজন ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তি হয়েছে যথাক্রমে ৩০-১-০৮ ও ৩১-১-০৮ তারিখে। পিতামাতার নাম পরিবর্তনসহ ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তির বিষয়গুলো তার দায়িত্বপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী ঘটনা। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ভর্তি কমিটির প্রত্যেকে ৭টি করে ভর্তির কোটা বরাদ্দ নিয়েছেন তথ্যটি সত্য নয়। উল্লেখ্য যে, রেজুলেশনের মাধ্যমে ৭টি করে কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে গভর্নিং বডির সদস্যদের জন্য। অতএব, প্রতিবেদনটির তথ্যের সাথে তিনি একমত নন। এ প্রসঙ্গে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, ভবিষ্যতে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় আরো স্বচ্ছতা আনার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।